Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 11th Oct 1961 | ২২শ সংখ্যা

আনন্দময়ীর আগমনে

## শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

**রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দরজা**

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

## বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

**পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ**

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।



সকল ঘরের তরে...

## দীপ্তি লণ্ঠন

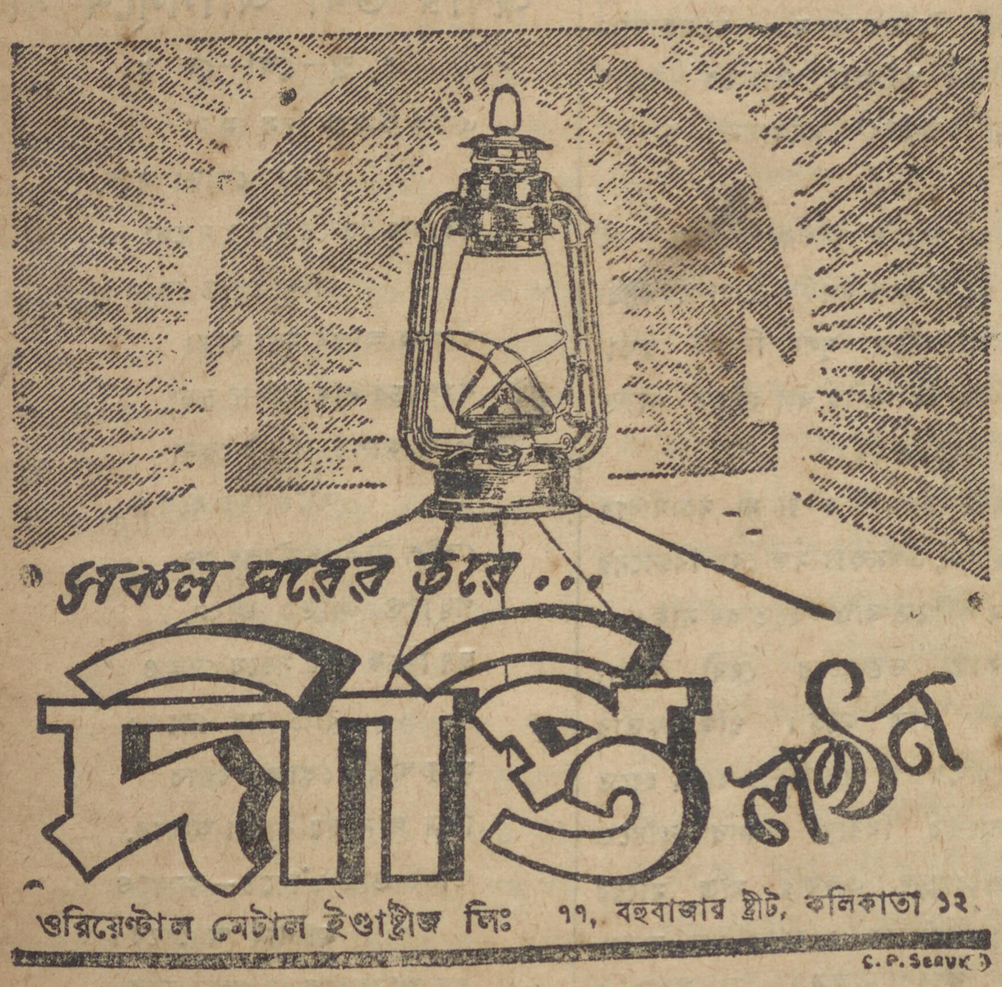

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seavk

## রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।



## খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

**জঙ্গিপুর সংবাদ** সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

## ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

## দুর্গোৎসব

দুর্গা শব্দের ধাতুগত অর্থ—অতি দুঃখে যাঁহার নিকট গমন করা যায় অর্থাৎ অত্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া যাঁহার অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

প্রজাপতি ব্রহ্মা মধু-কৈটভ নামক অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পরে মহাদেব দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া ত্রিপুরাসুরকে নিধন করেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ব্বাসার সাপে লক্ষ্মীহীন হইয়া দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ সুরথ শত্রু কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া মেধস মুনির উপদেশানুসারে নদীতটে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। তাহার ফলে হৃত-রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত এবং জন্মান্তরে সাবর্ণি নামক মনু হন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধার্থ লঙ্কাধামে দুর্গা পূজা করিয়া দেবীর বরে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। শ্রীরামচন্দ্র সৌরাশ্বিন মাসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া এই মহাপূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালে সমস্ত দেবদেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া অকালে তাঁহার বোধন অর্থাৎ তাঁহাকে জাগাইতে হইয়াছিল। তদবধি শারদীয় মহাপূজার আরম্ভ হইয়াছে। মহামায়া দুর্গা দেবী তাঁহার পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করার ব্যপদেশে শ্রীরামচন্দ্রের বল-বিক্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও চরিত্রের, ভক্তির কঠোর পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তবে প্রসন্না হইয়াছিলেন। পূজার উপকরণ —(১) গজদন্ত মৃত্তিকা, শূকরদন্ত মৃত্তিকা সংগ্রহে বল-বিক্রম-শক্তির পরীক্ষা করেন। (২) বেশ্যা দ্বার মৃত্তিকা সংগ্রহে জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। এক শত আটটি নীলপদ্ম মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে গিয়া রামচন্দ্র দেখিলেন একটি পদ্ম কম হইতেছে তখন অধুনা প্রচলিত কষ্টলভ্য দ্রব্যের অনুকল্পে (পরিবর্ত্তে) গঙ্গোদকম্ না দিয়া ধনুর্ব্বাণ দিয়া স্বীয় একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া নীলপদ্মের পরিবর্ত্তে মা মহামায়ার চরণে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। মা মহামায়া শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তির পরীক্ষায় তাঁহাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

পূজার উপকরণ সংগ্রহে আজকাল আর বেশী ছুটাছুটি করিতে হয় না, এক দশকর্ম্ম দ্রব্যালয়ে গিয়া এক টাকা বা পাঁচ সিকা মূল্য দিলেই কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, ইরাবতী নদীর জল হইতে আরম্ভ করিয়া সব দ্রব্য সংগৃহীত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র জটা বল্কলধারী হইয়া মা মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এখনকার মত বেশ বিন্যাসের কোনও প্রয়োজন করিতে ব্যস্ত হইতে হয় নাই।

আজকালকার ভক্তগণের দেবী পূজায় সাত্বিকতার লেশ মাত্র নাই। রাজসিকতার অর্থাভাব। তামসিকতার জন্য চাঁদার খাতা হাতে দ্বারে দ্বারে লোকের বিরক্তি সঞ্চার করিতে হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র একবার মাত্র মায়ের আরাধনা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের মত অত্যা-চারীকে নিধন করিয়াছিলেন। মা মহাশক্তি তাঁহাকে সে শক্তি প্রদান করিতে কার্পণ্য করেন নাই।

আজকাল লোকের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, সম্পদ নাই। আজ উৎসব যেন উৎপাতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জানি না মা জগদম্বা কবে এই নিরন্নদের দেশে রণবেশে না আসিয়া যদি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন, বুভুক্ষিতের জঠরা-নল নির্ব্বাপিত হইয়া আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া হাসিমুখে মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হয়।

আজ ক্ষুধার্ত্ত দেশ দুর্গতিনাশিনী দুর্গার নাম না করিয়া ডাকিতেছে—অন্ন দে মা অন্নদে! এই অগণিত কণ্ঠের অন্নদে! অন্নদে! ডাক শুনে যদি মা অন্নদার কৃপা হয়। মা দিগম্বরী ও দিগম্বরের পুত্র কন্যা আমরা মা বাবার মত হইতে চলিয়াছি মা। তোর কাছে কি আবদার করার অধিকার আমাদের নাই মা। তোর সপত্নী আমাদের বিমাতা মা-গঙ্গা তিনি কিন্তু বুক পেতে আছেন, আমরা তাঁরই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েও শীতল হবো মনে করেছি।

---

## এবার উমা আসিস্‌নে মা

॥ সু—মো—দে ॥

এবার উমা আসিস্ নে মা
এ ছার পোড়া দেশে,
কোথায় তোরে রাখব মাগো
বাংলা গেছে ভেসে।
বাজার আগুন মূল্য বাড়া
কাপড়ের দাম বেজায় চড়া,
জামা কাপড় না যায় কেনা
আছি ছিন্নবেশে।
তেইশ টাকা চাউলের মণ
পর্য্যুদস্ত জাতির জীবন,
দশ সিকে সের সরষে তেলও
বাঁচি বহু ক্লেশে।
মূল্য অধিক কোক কয়লার
তিন আনা দর বাড়ল আবার,
ভাতে ভাত রাঁধতে—কয়লাও
না পাই অবশেষে।
দশ আনা সের যে কোন ডাল
জীবন-ধারণ হায় কি নাকাল,
'পাঁচশালা' কি করবে ভালো
গেলুম ক্রমে টেঁসে।
এবার উমা আসিস্ নে মা
এ ছার পোড়া দেশে॥

আজ আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে দুটি রাজসভার গল্প শোনাবার ইচ্ছা করেছি। শুনুন—

## রাজদরবারে নৃত্যগীতে বিভ্রাট

এক নট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী নটী এক রাজদরবারে নাচ গান করিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন। লোকে বলে গান বাজনা হাওয়ার কর্ম্ম। কোন দিন নাচ গানে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া রুমালে বাঁধিয়া মুদ্রা আসরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহাকে পেলা বা প্যালা বলা হয়। এই প্যালা পাইলেই নর্ত্তকী বা গায়িকারা উৎসাহিতা হইয়া সকলের মনোরঞ্জনের জন্য খুব চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সেদিন নানাপ্রকার গীত ও নৃত্যে তাঁহারা সমাগত ভদ্রজনগণের আনন্দোৎপাদন করিতে পারিলেন না। সুতরাং পুরস্কার স্বরূপ প্যালাও পাইলেন না। সেকালে সেরাজ্যে ভদ্রসমাজে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। নটী অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইয়া স্বামী নটকে চুপি চুপি বলিলেন—আজ আর আসর লাগিবে না। আসর না লাগিলে শ্রোতৃগণ কোলাহল করিতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে। আসর ভাঙ্গিয়া দাও। আজ অযশই হইল। অর্থের দিক দিয়াও কিছু হইল না। পত্নীর কথা শুনিয়া নট তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন—

গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পাস্তিষ্ঠতি শর্বরী।
ইতি চিত্তে সমাধায় কুরু সজ্জন-রঞ্জনং।

অর্থ—রাত্রির বেশী ভাগই গত হইয়াছে। অতি অল্প রাত্রি অবশিষ্ট আছে। এই সময়টুকু চেষ্টা করে দেখ যদি সজ্জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পার।

নট তাঁহার পত্নীকে এই শ্লোক বলা মাত্র স্বয়ং রাজকুমার নিজের অঙ্গুলি হইতে বহু মূল্যের হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া নটের আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। তার পরেই রাজকন্যা তাঁহার কণ্ঠাভরণ বহু মূল্যের হার নটীর গলায় পরাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র কয়েকখানি স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহাদের অর্পণ করিলেন। এই সময়ে সমাগত সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া নিরক্ষর কোতোয়াল-পুত্র রাজপুরুষগণের সহিত উপবিষ্ট তাহার পিতা রাজ-কোতোয়ালের গালে সকলের সামনেই সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। পুত্রের প্রদত্ত চড় খাইয়া পুলকে গদ গদ হইয়া কোতোয়াল পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই অবাক। নাচ গানে কাহারও কোন ভাবোন্মাদনা হইল না, অথচ নটের এই শ্লোক আবৃত্তিতে এত কাণ্ড হইয়া গেল।

রাজা সকলের সমক্ষে রাজকুমারকে বলিলেন "বৎস! আজ নাচে গানে কাহারও তৃপ্তি হয় নাই। নট হঠাৎ তাঁহার পত্নীকে শ্লোকটি বলা মাত্র তুমি নটকে তোমার হীরকাঙ্গুরী প্রদান করলে এর কারণ কি? কুমার সসম্মানে পিতাকে বলিলেন—আপনি বহুদিন হইতে সকলের কাছে বলিয়াছেন—কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বাবা! আপনি বহু বৎসর অতীত হইল, এই অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন না। আমার রাজ্য লিপ্সা এত প্রবল হইয়াছিল যে আমি পিতৃহত্যা করিয়াও সিংহাসনে উপবেশন করিব মনে করিয়াছিলাম। নট যখন বলিলেন "গতা বহুতরা কান্তে" শ্লোকটি তাঁহার পত্নীকে, তখন আমার মনে হইল, পিতার বয়স অনেক হইয়াছে, আর কত দিনই বা বাঁচিবেন। আমি অল্পের জন্য পিতৃহন্তা হইয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করি কেন? তাই তাঁকে অঙ্গুরীটি দিয়াছি। নট আমাকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

রাজা তাঁহার কন্যাকে মাল্য উপহার দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বাবা, আপনি মন্ত্রী-পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিবেন এই কথা বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কিন্তু আমি বিগত-যৌবনা হইতে চলিলাম। আপনি বিবাহ দিলেন না, আমি মন্ত্রী-পুত্রের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম—একদিন রাত্রিকালে সকলের অগোচরে রাজধানী ত্যাগ করিব। নটের ঐ শ্লোকে আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল। ভাবিলাম বাবা কতদিন আমাকে অবিবাহিত রাখিবেন। আমি তো মন্ত্রী-পুত্রের নিকট বাগদত্তা হইয়া আছি। অনর্থক এই অপকর্ম্ম করিয়া পিতার কুলে কেন কলঙ্কারোপ করি। তাই ওঁদের নিকট কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ এই মাল্য অর্পণ করিয়াছি। রাজা মন্ত্রী-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন—মহারাজ, এতদিন যাঁহার অন্নে এই জীবন রক্ষা করিতেছি তাঁহার নিকট কৃতঘ্ন হওয়ার পাপ হইতে নটের শ্লোক আমাকে রক্ষা করিয়াছে। তাই আমার সাধ্যমত সামান্য অর্থ এঁদের দিয়াছি। রাজা কোতোয়াল-পুত্রকে তাহার পিতার গণ্ডে চড় মারার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—মহারাজ! আপনি কুমারকে কুমারীকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার ছেলেকেও বিদ্যা-শিক্ষা করিয়েছেন। তাঁরা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া তাঁদের সাধ্যমত পুরস্কার দিলেন। আমার বাবা আমাকে বিদ্যালয়ে কিছু শিখিবার সুযোগ দেয়নি। আমি যদি লেখাপড়া জানিতাম আমার সাধ্যমত টাকাটা সিকেটাও দিতাম। ঐ ছোটলোক বাবার উপযুক্ত দণ্ড বিরাশি শিক্কার চড়।

রাজা তখন কোতোয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গালে চড় মারে যে ছেলে তাকে কোলে নিয়ে আদর করার কারণ কি? সসম্মানে কোতোয়াল উত্তর দিলেন—লোকে বলে মূর্খ পুত্র যমের সমান। আমার ছেলে আমাকে প্রাণে না মেরে যে একটা চড় মেরে ক্ষান্ত হয়েছে তাই তাকে সোনার চাঁদ বলে আদর করেছি।

রাজা নটের শ্লোকটি তাঁহাকে সকল দিক দিয়ে রক্ষা করেছে বলিয়া তাঁহাকে বহু টাকা পুরস্কার দিলেন।

আমাদের জানা এক রাজ দরবারে নানা রকমের জন্তু নিয়ে সার্কাসের দল করা হইয়াছে। রাজা একজন রিং মাষ্টার দ্বারা সব জানোয়ারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন। সব জানোয়ার একদিন এমন গোলমাল সুরু করে দিল যে এক ধূর্ত্ত চতুষ্পদ রিং মাষ্টারের চাবুকখানিও মুখে ধরে দে ছুট। বেচারা রিং মাষ্টার এই সব হিংস্র জানোয়ারের সান্নিধ্যে না থেকে অন্য উপায়ে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করছেন।

তিনি বলেন দু-পেয়ে জানোয়ারগুলোকে পোষ মানান দায়।

"জংলা কভু পোষ না মানে"

এ বাক্যও "সত্যমেব জয়তের মত।"

# রকমারী আনন্দ

—০—

আনন্দময়ী মা আসিতেছেন। যার যেমন অদৃষ্ট সে তেমনি আনন্দ উপভোগ করিতেছে। রকম রকম আনন্দের নমুনা আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

## ১নং আনন্দ

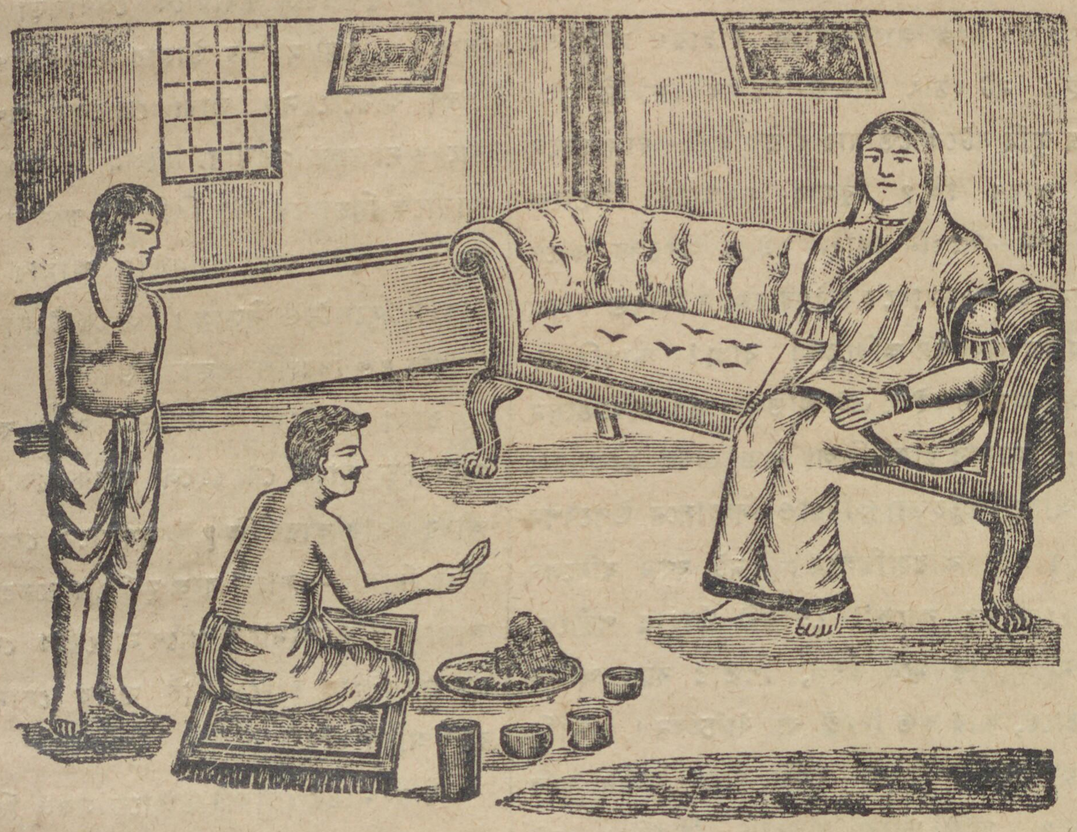

পূজার দালানে শঙ্খ ঘণ্টা
ঢাক ঢোল উঠে বাজিয়া
ছুটিতে কর্ত্তা আসিয়াছে বাড়ী
গিন্নি বসেছে সাজিয়া।
অনেক রকম খাবার জিনিষ
রাঁধিয়া দিয়াছে উড়িয়া,
কর্ত্তা বসিল আহার করিতে
গিন্নি বসে সোফা জুড়িয়া।
গিন্নি বলিছে—রেঁধেছে কেমন ?
কর্ত্তা বলিছে—তোফা।
কুক এনে দেয় হুকুম মতন,
গিন্নি ছাড়ে না সোফা।

মনে মনে ভাবে কর্ত্তা মশা'য়
অদৃষ্ট করেছি ভালো।
কুটো কেটে কভু করেনা দুখান
রূপে করে ঘর আলো।
চুপ ক'রে কহে—রূপ দেখিবারে
বিবাহ করেছি আমি,
পুরুষ হইয়া পত্নী আমি তার,
সেই যেন মোর স্বামী!
যেমন কর্ম্ম করেছিনু আগে
মিলিল তাহারই ফল,
পরলোকগতা মাতারে স্মরিয়া
পড়িল চোখের জল।

## ২নং আনন্দ

—০—

সমাজের ভয়ে
লোক নিন্দাবাদে
ধনহীন পিতামাতা,
গোঁয়ারের হাতে
দিয়াছে মেয়েরে
ভুলিয়া মায়া মমতা।
শাশুড়ীটী যেন,
মানবী রাক্ষসী
দুবেলা প্রহার করে।
পতি দেবতাটি
বদ্ধ মাতাল
সজ্ঞানে আসেনা ঘরে।
কাঙ্গাল মা বাপ
পূজোর সময়
তত্ত্ব করেনি তার,
সেই অপরাধে
সহিছে অভাগী
শাশুড়ী স্বামীর মার।

## ৩নং আনন্দ

সোনার পুতলি
ছেলে পিলেগুলি,
দিয়েছেন ভগবান।

তাদের লইয়া,
আদর করিয়া
কত সুখ চিতে পান।
কর্ম্মস্থল হতে
ছেলের বাবা
আজিকে আসিবে বাড়ী,
খবর এসেছে
বাড়ীর চাকর
এসে বলে তাড়াতাড়ি।
চাকরে বলিল
বিকেল বেলায়
ষ্টেশনে যাইও তুমি,
মনের আনন্দ
করিল প্রকাশ
ছেলেদের মুখ চুমি।
খুকুর জন্যে
কত কি আনিবে
বিকেলে আসিছে বাড়ী,
লক্ষ্মী খুকু মোর
দুকু দুকু খাও
দুধটুকু তাড়াতাড়ি।

## ৪নং আনন্দ

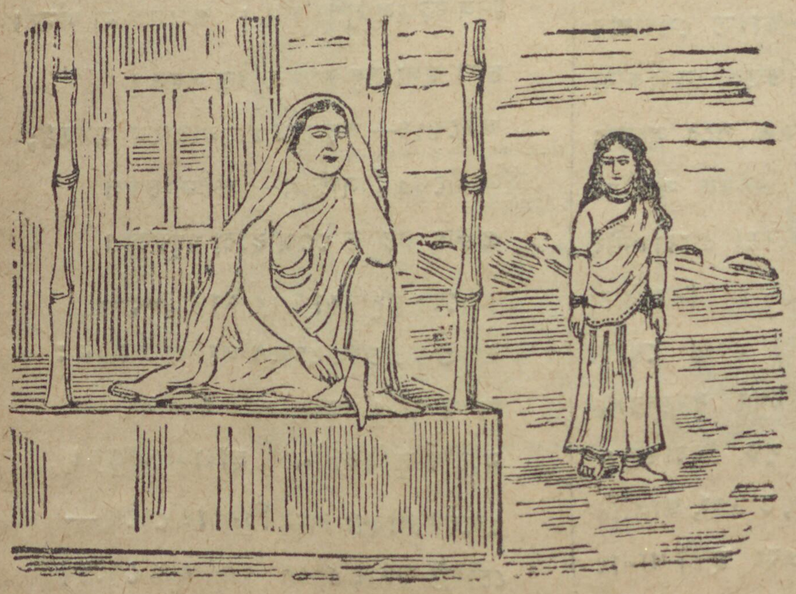

বড় অভাগিনী
বিধবা রমণী
ত্রিকুলে নাহিক কেউ।
আনন্দের দিনে,
অন্তরে তাহার
উঠেছে দুখের ঢেউ।
একমাত্র মেয়ে
দেবতা তাহার
রাখিয়া গিয়াছে কোলে।
মেয়েটী আজিকে
করে আবদার
কাপড় লইবে ব'লে।

## ৫নং আনন্দ

ধনীর সঙ্গে
চিরদিন কাটে
নিত্য যোগায়ে মনটা,
আশায় আশায়
পেছনে ধরিল
তিনি দেখালেন ঘণ্টা।
পূজোর সময়
চক্ষু ছানাবড়া
মাথাটী হইল হেঁট,
মোসাহেব নাম
কিনিলাম শুধু
ভরিল না পোড়া পেট।

---

### ঘুষে দোষ নাই

বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের সহযোগী 'জনমত' পত্রিকায় 'বেলডাঙ্গা সব-রেজেষ্টারী অফিসে অলিখিত ঘুষের ধারা' শীর্ষক এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু বেলডাঙ্গা কেন উক্ত সৎকর্ম্ম কোন রেজেষ্টারী অফিসে বাদ নাই। 'ঘট ঘট বিরাজে রাম'।

ছেলের চাকরী হয়েছে শুনেই দরদী বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন প্রশ্ন করেন বেতন মাসে ২০০৲ টাকা ঘুষ পাবে কত? এই প্রথা দেশময় চালু হয়েছে—প্রতিবাদে প্রতিকারের আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।

## রাজা-মন্ত্রীর বুদ্ধিহীনতা বুঝে পাখীও হাসে।

রাজ্য শাসন করতে হ'লে রাজা সুমন্ত্রণা ও সদ্‌বুদ্ধি পাবার আশায় বহু টাকা দিয়ে বুদ্ধিমান মন্ত্রী নিয়োগ করেন। বুদ্ধিহীন মন্ত্রী মূর্খের চেয়ে মূর্খ।

এক ব্যাধ বনের মধ্যে পাখীর খাদ্যদ্রব্য ছড়িয়ে ফাঁদ পেতে রেখেছে পাখী ধরবার জন্য। একটী পাখী খাদ্যের লোভে গিয়ে ফাঁদে আবদ্ধ হলো। ব্যাধ এসে তাকে ধরবামাত্র পাখীটি মলত্যাগ করলো। ব্যাধ দেখিল পাখীর বিষ্ঠা ঠিক সাধারণ পাখীর মত নয়। এর বিষ্ঠা যতটুকু ততটুকুই সোনা।

ব্যাধ মনে করিল এই পাখীটিকে যদি রাজার কাছে বিক্রী করি তবে রাজা আমাকে অনেক টাকা দিবে। রাজার কাছে নিয়ে যেতেই পাখী সেখানে মলত্যাগ করা মাত্র রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন—দেখুন মন্ত্রীমশায় এই পাখীর মলে সোনা হয়। মন্ত্রী মহাশয় বুদ্ধি শুদ্ধির ধার ধারে না যাত্রার দলের মন্ত্রীর মত মুখস্থ করা বিদ্যা। মন্ত্রী রাজাকে বুদ্ধি দিলেন—মহারাজ, এই পাখীর পেটে না জানি কত সোনা আছে। একে মেরে পেট কেটে দেখলে বহু সোনা পাওয়া যাবে। মন্ত্রী পাখীর পেট কাটবার জন্য ছুরী নিয়ে যেই কাটতে যাবে, পাখী হাত ফস্‌কে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে বলে উঠলো। এটা মূর্খের দেশ—এই বলে নীচের শ্লোকটি বলে উঠলো—

আদৌ তাবদহং মূর্খঃ দ্বিতীয়ঃ পাশবন্ধকঃ।
ততো রাজা চ মন্ত্রী চ সর্ব্বৈব মূর্খমণ্ডলং॥

অর্থ—প্রথমে আমি মূর্খ। কেন না বনে কোথা হ'তে এই খাদ্যদ্রব্য এলো বিবেচনা না ক'রে খেতে গিয়ে বাঁধা পড়লাম। দ্বিতীয় মূর্খ এই ব্যাধ। তুই যখন দেখলি পাখীর যত বিষ্ঠা তত সোনা। রাজার কাছে সেই পাখী বেচতে গেলি কেন? রাজা আর মন্ত্রী এরাও মূর্খ কারণ এইটুকু প্রাণীর দেহে কত সোনা থাকতে পারে সে বিবেচনা এদের নাই। এই রাজ্যকে মূর্খমণ্ডল বলা চলে।

## নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার পিতা ৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইত ও স্বয়ং গোবিন্দদাস নাথ গত ১৩ই মাঘ ১৩৬৭ সাল আমাকে একমাত্র পুত্র ও বিলাসমঞ্জরী চন্দ্র ও নির্ম্মলকুমারী বড়াল দুই কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। প্রয়োজন বিধায় বহরমপুর সবজজ আদালতে আমি ও আমার উক্ত ভগিনীদ্বয় Succession Certificate জন্য দরখাস্ত করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার ১৩৬৬।২০ অগ্রহায়ণ তারিখের একমাত্র আমার অনুকূলে কৃত এক উইলপত্র তাঁহার ত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, এবং আমি উক্ত উইল প্রবেট জন্য দরখাস্ত করিব। তৎকালে উক্ত উইল সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় Succession Certificate জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছিল। উহা কার্য্যকরী নহে। ইতিমধ্যে উক্ত ৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইত ও স্বয়ং মৃত গোবিন্দদাস নাথের ত্যক্ত সম্পত্তির কোন প্রকার হস্তান্তর হইলে তদ্দ্বারা আমি তাহাতে বাধ্য হইব না এবং ক্রেতা নিজ দায়িত্বে ক্রয় করিবেন। ইতি সন ১৩৬৮ সাল, ২১শে আশ্বিন।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী নাথ
৫নং শিকদারপাড়া লেন, কলিকাতা—৭

## ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বন্যা-সেবাকার্য্য

নিমতিতা ২৮শে সেপ্টেম্বর—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে বন্যার্ত নর-নারীর ভিতর সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়। বন্যার অব্যবহিত পরে সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী একদল কর্ম্মীসহ বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিমতিতা জমিদার বাড়ীতে সঙ্ঘের সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সঙ্ঘের সন্ন্যাসী কর্ম্মিগণ সমসেরগঞ্জ থানার নিমতিতা ইউনিয়নের সেরপুর, জিয়াতকুণ্ড, ধুসরীপাড়া, আলিনস্করপুর, ইসবপুর, চাচণ্ডা, জালাদিপুর, ডিহিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এবং সুতী থানার অরঙ্গাবাদ ইউনিয়নের জগতাই, ইন্দ্রনগর, মধুপুর, মানিকপুর, হাফানিয়া, প্রসাদপুর, গোপালপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর ও মহেশাইল ইউনিয়নের ধলা, কোন্দলিয়া, পারুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে ৫ শত নূতন ধুতি, শাড়ী, কম্বল, ১৫/০ মণ চিড়া ও গুড়, সহস্রাধিক পুরাতন জামা কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে। দুগ্ধকেন্দ্র খুলিয়া শিশুদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মিঃ পেন, এ্যাণ্টনী ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রী এ, কে, গুপ্ত সঙ্ঘের নিমতিতা সাহায্য কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া সঙ্ঘের সেবাকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঙ্ঘ সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া এই সেবাকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সেবাকার্য্যের জন্য প্রচুর কাপড়, কম্বল, গৃহ উপকরণ দ্রব্য ও অর্থের আশু প্রয়োজন। সঙ্ঘ ক্রমশঃ বিস্তৃত এলাকায় সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। যে কোনও সাহায্য সঙ্ঘের ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতাস্থিত প্রধান কার্য্যালয়ে অথবা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নিমতিতা জমিদার বাড়ী ক্যাম্প, পোঃ নিমতিতা জেলা মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।

—সংবাদদাতা

## ॥ অসাধারণী ॥

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়াবিনী প্রবৃত্তির সর্বগ্রাসী নারী,—
হুতাশন অথবা সে স্রোতস্বিনী সমা
নির্দয়া অতৃপ্তা চির, চির স্বেচ্ছাচারী
নির্লজ্জ লোলুপা অর্থ! জানেই না ক্ষমা।
ছলা কলা শুধু মাত্র চরিত্র সম্বল!
অসন্তোষ—অকৃতজ্ঞ: হারানো মমতা;
নারীত্বের বিসর্জ্জনে—কামনা চঞ্চল
প্রকৃত প্রকৃতি প্রেম হারা মধুরতা।
প্রণয়ের মধুরিমা তার জানা নয়,—
প্রচণ্ড ভোগের চোখে লালসা আগুন:
অবতীর্ণা এ ধরায়, ভাব ভাষাময়
নারীর ভূমিকা নিয়ে, হারা নারীগুণ।
দেহের লাবণ্য আর বিনয়ার বেশে,—
চৌষট্টি কলায় হেসে রিক্ত করে শেষে।

# প্রথম, দ্বিতীয় এবং এবার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপ্রসার এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করবার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে প্রায় ৭২ কোটি ও ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-প্রচেষ্টা সমভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে—কৃষি ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ বাবদ ৭৬·৮৭ কোটি টাকা; সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের জন্য ২৩·৩৬ কোটি টাকা; বিদ্যুৎশক্তি ও সেচ বাবদ ৫৭·৮৬ কোটি টাকা; শিল্প ও খনি ১৩·০৪ কোটি টাকা; পরিবহন ও যোগাযোগ ২৬·৫০ কোটি টাকা; সমাজ সেবা ৮৯·০১ কোটি টাকা; অন্যান্য খাতে ৫৪·৬৬ কোটি টাকা; মোট ৩৪১·৩০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করে উন্নতির পথে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গড়ে তুলবো

## সোনার বাংলা

WBG/95

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

# আমলা কেশ তৈল



সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-13

## সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত আদর্শ দাঁতের মাজন সাধনা দশন এবং অন্যান্য ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

## দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ...
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে ...

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ... হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

## ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

## হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।